নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি

বিচারপতি মোঃ রুহুল আমিন
প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশ

বিষয়টি, অর্থাৎ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরন ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দের উলেখযোগ্য বিষয়াদির মধ্যে প্রথম বলা হলে বিষয়টির সঠিক মুল্যায়ন হয় না। আসলে বাংলাদেশীদের এ যাবৎকাল পর্যন্ত প্রথম সারির উলেখযোগ্য অর্জন সমুহের মধ্যে ১লা নভেম্বর, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরনও একটি।

নির্বাহী বিভাগ দ্বারা ফৌজদারী বিচার কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় উপনিবেশ আমলে, যদিও উপনিবেশ শাসকদের নিজ দেশে এরুপ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। উলেখ্য যে উপনিবেশ শাসকগণ তাঁদের যে সকল কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের অধীনে ফৌজদারী বিচারকার্য সম্পন্ন করাতেন তাদের অনেকেই এরূপ ব্যবস্থাকে গ্রহন করার পক্ষে না থাকলেও বিরোধীতা করে নাই ও যুক্তিতর্কও যথাযথ স্থানে উত্থাপন করে নাই। বিগত শতাব্দীর ২০ এর দশকের প্রথম দিকে আইন পরিষদে বাংলাদেশের এক স্মরনীয় রাজনীতিবিদ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরনের বিষয়টি উত্থাপন করেন। ঐ শতাব্দীর পঞ্চাশ এর দশকে আইন প্রনয়নও করা হয় বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরনের জন্য। কিন্তু প্রয়োগ দেওয়া হয় নাই। এরপর আশির দশকে_জাতীয় সংসদে আইন এর উত্থাপন করা হয়। কিন্তু পরে কি বিবেচনায় প্রত্যাহার করা হয়েছিল আজও জনগনের জানা নাই, যদিও অধিকার আছে।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের শাষনতন্ত্র প্রনয়নের সময় প্রনেতাগণ যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকার কারনে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরনের বিষয়টি শাষনতন্ত্রে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমুহের একটি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করেন।

নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরনের দাবী ও প্রত্যাশা জনগনের অনেক দিনের। পৃথকীকরনের দাবী অভিজ্ঞতার আলোকেই করা হইতেছিল। এ দাবীটির বিষয়ে রাজনীতিবিদদের ও নির্বাহী বিভাগের নিষ্ক্রিয় তার কোন যৌক্তিকতা ছিল না।

জনগনের বহুদিনের প্রত্যাশিত ও প্রতিক্ষিত বিষয়ের এবং সুষ্ঠ বিচারের জন্য যুক্তিসংগত করনীয় ব্যবস্থাদির প্রতিফলন ঘটে সুপ্রীম কোর্টের মাজদার হোসেন মামলার রায়ে।

সুপ্রীম কোর্টের রায়ের আলোকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরনের বিষয়টি কোন ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর একক কাজের প্রতিফলন নয়। একাজটি হয়েছে দেশবাসীর প্রচেষ্টায় ও যৌক্তিক দাবীর আলোকে।

পৃথকীকরনের প্রয়োজনীয়তার ও যৌক্তিকতার প্রতিফলন ঘটাতে হলে বিচারক, আইনজীবি ও অন্যান্য যারা বিচারের কাজ সুসম্পন্ন রুপে সম্পন্ন করার সহিত সম্পৃক্ত, এমন সকলের যৌথ প্রচেষ্টা অবশ্যই থাকতে হবে।

আমাদের বিচার ব্যবস্থায় বিচারকদের এককভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আর এ কারনেই বিশেষভাবে আইনজীবিদেরসহ অন্যান্যদের সহযোগিতার প্রয়োজন। এটা না হলে সুবিচার অর্থাৎ বিচারের ফলাফল সম্ভাব্য সল্প সময়ের মধ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে অনেক দিনের প্রত্যাশিত পৃথকীকরনের যৌক্তিকতা প্রশ্নের সম্মুখীন হলে তা হবে সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থায় বড় আকারের বিপর্যয়।

এমন প্রকারের সম্ভাব্য পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য বিচার কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। কেবল মাত্র নিষ্ঠার সাথে বিচার কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা থাকলে ও কাজ করলে পৃথকীকরনের যৌক্তিকতা জনগনের কাছে আর কাংক্ষিত ফল বিচার প্রার্থীর কাছে পৌছান সম্ভব হবে।

বিচার কাজ পরিচালনায় বিচারকদের বেশ কিছুটা পৃথক থাকতে হয় রাষ্ট্রের অপর বিভাগ গুলো থেকে । কারন এটা দেশবাসীর যেমন এবং বিশেষভাবে বিচার প্রার্থীগনের প্রত্যাশা। বিচারকদের চারিত্রিক গুনাবলী, জীবন যাপন পদ্ধতি আর আচার আচরন অন্যান্যদের থেকে একটু ভিন্ন প্রত্যাশা করে সকলে। রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তা এবং সমাজের বেশ কিছু স্তরের ব্যক্তি বর্গের অনেক কিছুর প্রতি সাময়িক অমনোযোগীতা বা অনাকাংক্ষিত ভূল ত্রূটি যে গুরুত্বের সাথে দেখা হয় বিচারকদের বেলায় তা বেশ কিছুটা পৃথকভাবে দেখা হয়। এর যৌক্তিকতাও আছে। একারনে যে বিচারককে বিশেষভাবে ন্যায়ের প্রতিফলক হিসাবে দেখা হয়। বিচারকদের কাজের প্রকৃতি ন্যায় বিচার করার প্রচেষ্টা হওয়ার কারণে সমাজের অন্যান্যদের মধ্যে অনেক কিছুর সাময়িক অনুপস্থিত থাকলেও জনগণ বিচারকদের বিষয়ে সে প্রকারের অবস্থার আশা করে না।

বিচারকদের ও বিচার বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কথা বলা হয়ে থাকে। সরকারের অন্যান্য অঙ্গের কর্মকর্তাদের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গের কাজের সচ্ছতার ও জবাবদিহিতার কথাও বলা হয়ে থাকে। জনগণ সম্পৃক্ত এমন কাজের ও জনগনের নিকট দায়বদ্ধতার কারনে তেমন প্রকার কাজ যে কেউই করে থাকেন তিনার কাজের সচ্ছতা যেমন থাকতেই হবে তদরুপ জবাবদিহিতার দায়বদ্ধতাও আছে।

তবে বিচারের কাজ যে প্রকারে সম্পন্ন হয় তা নিয়ে স্বচ্ছতার বিষয়ে খুব একটা বলার আছে বলে মনে হয় না। জবাবদিহিতার অবকাশ নাই বা জবাবদিহিতার প্রশ্ন যৌক্তিক নয় এমন কিছু আমি বলতে চাই না। জবাবদিহিতার পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকলে বা উদ্ভব হলে বিচার ব্যবস্থার স্তর বিশেষে যিনি যে স্তরে আছেন এবং যে বিচারকের বা বিচার কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন কর্মকর্তার কাজের বিষয়ে জবাবদিহিতার প্রশ্ন থাকে তিনাকে জবাবদিহিতা অবশ্যই করতে হবে। তবে যিনি বিচারিক কাজে নিয়োজিত আছেন তার জবাবদিহিতার প্রকৃতি বিচার কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, সরকারের অন্যান্য অঙ্গের কর্মকর্তাদের ও সমাজের বিশেষ স্তরের ব্যক্তিবর্গের জবাবদিহির ধরন হইতে অবশ্যই পৃথক হবে বিচারালয়ের ও বিচারকের সামাজিক অবস্থানের কারনে।

সুষ্ঠ বিচার ব্যবস্থা কেবল মাত্র বিচার প্রার্থির কারনে নয় । সুষ্ঠ বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সমাজের সামগ্রিকতার কারনে, দেশে সুষ্ঠ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার কারনে, আকাংক্ষিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া ও সুষ্ঠভাবে অগ্রসর হওয়ার নিমিত্ব, সুশাষনের প্রয়োজনে, জনগনের অধিকার সংরক্ষনের জন্য। এক কথায় সুন্দর, সুষ্ঠ ও ন্যায় ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার জন্য সুষ্ঠ বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য। আর সুষ্ঠ বিচার ব্যবস্থার জন্য অত্যাবশ্যক নিষ্ঠাবান ও এমন সব গুনাগুন সম্পন্ন ব্যক্তি যা বিচার প্রার্থী ও জনগন প্রত্যাশা করে । এমন প্রকারের ব্যক্তিবর্গকে বিচারকের পেশায় পাওয়া সম্ভব হবে যদি সামাজিক নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা ও উদ্দেগমুক্ত জীবন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। আর বিচার ব্যবস্থার গুরুত্বের কারনে এটা করতেই হবে।

বিচারকের জীবন যাপন প্রনালীর ধরন তাদের কাজের আলোকে হতে হবে অন্যদের অনুকরনীয় ও অনুশীলনীয়। এটা বিচার প্রার্থীসহ সকলের প্রত্যাশা। আর এর নিশ্চিত করতে বিচারকদের time tested রীতিনীতি পালনের বিষয়ে সচেষ্ঠ হতে হবে। আর তখন অবশ্যই বিচারকগন ও বিচার কাজের সঙ্গে সম্পৃক্তদের অতীতের গৌরব পুনরুদ্ধার করা যাবে।

বিচারকদের কাজের দ্বায়বদ্ধতা অবশ্যই আছে। তবে তা সমাজের আর যাদের কাজের দায়বদ্ধতা দেশবাসীর কাছে আছে তার চেয়ে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। আর তা হচ্ছে বিচারকদের কাজের ধরন এর কারনে। যেহেতু বিচারকের একমাত্র কাজ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ঠ হওয়া এবং সেজন্যই তার নিজের কাছে দ্বায়বদ্ধতা প্রধান । তবে এটা নয় যে দ্বিতীয় কোন কারন নাই।

বিচারকের রায়ের ও কাজের আলোচনা করা যাবে এবং আলোচকের মতামত প্রকাশ ও মন্তব্য করা যাবে। তবে এসমস্ত হতে হবে বিচারের বিষয়াদিত ও উপাত্যের সঠিক বিশেষন এর মাধ্যমে। যে আইনের আলোকে বিচার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে তার যথাযথ বিশেষনের পর রায়ের আলোচনা, মতামত প্রকাশ ও সমালোচনা অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। আলোচকের বা সমালোচকের মতামত বা সমালোচনা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত, তথ্য নির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। বিচারকের রায় বিচার প্রার্থীর আসানুরূপ হয় নাই কিংবা এমন কোন ব্যক্তি যিনি মনে করেন যে তার আশা বা চিন্তার প্রতিফলন রায়ে নাই, আর সে আলোকে আলোচনা বা সমালোচনা করা ঠিক হবে না। তেমন প্রকার কাজ করলে আদালতের কাছে জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত নাও থাকতে পারে।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের শৃংঙ্খলা ও সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য বিধি বিধান আছে। আদালত কাহারও অহেতুক ও অনভিপ্রেত কাজে যা বিচার কাজের সুষ্ঠতার বিগ্ন ঘটায় এবং বিচারপ্রার্থীসহ অন্যান্যদের কাছে বিচারক ও আদালতকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে সে ক্ষেত্রে সুষ্ঠ বিচারের প্রয়োজনে আদালতকে কালজয়ী বিধি বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থাদি নিতে হয় প্রতিষ্ঠানকে রক্ষার জন্য। এতে দ্বিমত পোষন করার কোন অবকাশ নাই। আর করাও ঠিক হবে না। রাষ্ট্র এবং সমাজের সার্বিক কারনে ও আদালতের নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ও বিচার কাজের সুষ্ঠ পরিচালনা নিশ্চিত এর জন্য বিঘ্ন সৃষ্টিকারির ব্যপারে time tested and universally accepted বিধির আলোকে ব্যবস্থাদি নিতেই হবে।

সমাজে সকলের কাম্য বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের সকল অঙ্গকে ও সমাজকে এক যোগে অবশ্যই কাজ করতে হবে। এর অনুপস্থিতিতে ন্যায় ভিত্তিক ও আইন শৃঙ্খলা ভিত্তিক রাষ্ট্র বা সমাজের কল্পনা করার অবকাশ নাই। তাই সকলকে এক যোগে কাজ করতে হবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য।

যেটা না বলেই না তা হচ্ছে ফৌজদারী বিচার কাজ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরনের যৌক্তিকতা আর তার সুফল প্রতিফলনের জন্য দরকার পুলিশ বিভাগের প্রয়োজনীয় সংস্কার। ফৌজদারী বিচারের সুষ্ঠ পরিচালনায় প্রাথমিক পর্যায়ে ও বিচারের কাজ পরিচালনার কালে পুলিশ বিভাগের করনীয় অনেক কিছু আছে। পুলিশ বিভাগকে তার বিচার কাজ সম্পর্কিত দায়িযত্ব আরো নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে এবং সহযোগী ভুমিকা রাখতে হবে বিচার প্রার্থীদের দিকে তাকিয়ে। আর পুলিশ বিভাগের বিচারিক কাজ সম্পৃক্ত বিষয়াদির সুষ্ঠ সম্পাদন এর বিষয়ে জবাবদিহিতা বিচার বিভাগের নিকট দেওয়ার ব্যবস্থা করাটা সঠিক হবে।